সূচি

প্রাক্‌কথন

আচার-অনুষ্ঠান ২৩—১৬৪

উৎসব

- আনন্দের উৎসব ১৬৭
- ত্যাগের উৎসব ১৭২
- স্মরণ উৎসব ১৭৭

পরিশিষ্ট— ১

- আনন্দের আচার ১৮৩
- আরবি পড়া ১৯২
- লোকশিল্প ১৯৬
- লোকাচার ২০৭

পরিশিষ্ট— ২

- বিশ্বাস ঐতিহ্য ২২২
- মুসলমান আচার-উপাদান ২৪১
- বিষয়সূচি ২৪৭

Scanned with OKEN Scanner

প্রকাশ-কহন

নিরপেক্ষতাকে যদি উপেক্ষার মাধ্যম করে ফেলা হয়, তাকে কি আর যথার্থ নিরপেক্ষতা হিসেবে চিহ্নিত করা যাবে তখন? মানুষের নিজের 'হয়ে ওঠার' প্রকল্পে, নিজেকে জানা, চেনা যে কতটা আবশ্যিক, তা আমরা সকলেই বিনা তর্কে বারংবার স্বীকার করে চলি। কিন্তু নিজের বলতে ঠিক কতটুকুকে বুঝব, নিজের অস্তিত্বের ঠিক কোন কোন অঞ্চল ঘিরে টানব সেই অভেদ্য সীমারেখা? চেনা-অচেনার দ্বন্দ্বে, জানা-অজানার দোলাচলতায় নিজের গণ্ডিকে নিত্য প্রসারিত করতে চাওয়াই কি আসলে নিজের 'হয়ে ওঠার' প্রকল্প নয়!

ধর্ম-নিরপেক্ষতা কথাটা সুতরাং ধর্ম বিষয়টাকেই সম্পূর্ণত উপেক্ষা করে যাওয়ার অর্থের বাইরে গিয়েও হয়তো ভাবা যেতে পারে। যদিও চিন্তার সেই কাজে, কিছু সতর্কতা অবলম্বন আগাম অভ্যাস করে রাখতে না পারলে, সীমানা পেরিয়ে যাচ্ছি ভাবতে ভাবতে অবশেষে আবার এসে আমড়াতলার মোড়ে পড়ার সম্ভাবনা বিস্তর!

পরিচিতির প্রশ্নে শুধু শারীরিক নয়, বেশকিছু আর্থ-সামাজিক জন্মদাগও জীবনের শুরু থেকেই জুড়ে যায় আমাদের সঙ্গে। আরও অনেক কিছুর মতোই ধর্মীয় পরিচিতিও তেমনই এক চিহ্ন। ধর্মান্তরিত হওয়া/করার প্রসঙ্গ সেই চিহ্নের রূপান্তর মাত্র, অবলুপ্তি নয়। এই পরিচিতিগুলো এমনই, যা একই সঙ্গে সর্বক্ষণের এবং ইতোমধ্যেরও। যাকে অতিক্রম করে যাওয়ার কোনো উপায় নেই জেনেও অতিক্রমে প্রয়াসী হওয়া। অসম্ভব কিছুর কথা বলা হচ্ছে ধরে নিতেই পারেন কেউ। কিন্তু মনে রাখা দরকার, 'অসম্ভব' বলে যখনই প্রতিষ্ঠা করে দিচ্ছি কোনো কিছুকে, আসলে চাপা দিয়ে, মেরে, মুছে ফেলতে চাইছি কিছু দুর্বল, ক্ষীণ, লঘু সম্ভাবনা। কাজেই অতিক্রমণ-প্রয়াসীকে অবশ্যই প্রথমে ওই দুর্বল-ক্ষীণ-লঘুর পক্ষ-অবলম্বন দিয়ে শুরু করতে হবে।

নির্ধারণের এই কাজটা কিন্তু খুব সহজ নয়। আবেগ এখানে সর্বগ্রাসী একটা ভূমিকা নিতে চায় এবং সেটাই হয়ে উঠতে পারে আত্মঘাতের এক মোক্ষম আয়োজন। যে-কোনো ধরনের নিরপেক্ষতার মতো তাই ধর্ম-নিরপেক্ষতা

Scanned with OKEN Scanner

অভ্যাসের ক্ষেত্রেও প্রথমে খুঁজে দেখতে হবে আমাদের ভাষা-পরিসরে এই কথাটার প্রচলিত এবং সর্বজন মান্য অর্থের দাপটে কোন কোন অর্থ বা তার ইঙ্গিত চাপা পড়ে আছে অথবা পড়ছে। খুঁজতে গিয়ে বেলা কেটে যাবে মনে হলেও সেই কালো নীরে ঝাঁপিয়ে পড়া ছাড়া আর কোনো উপায় আছে বলে তো মনে হয় না।

মুসলমান আচার-অনুষ্ঠান-উৎসব নামের মধ্যেই নিহিত রয়েছে একটা ধর্মীয় পরিচয়। ঠিক যেমনভাবে কোনো একটা বইয়ের নাম হতেই পারে বৌদ্ধ/শিখ/খ্রিস্টান/হিন্দু আচার-অনুষ্ঠান-উৎসব! জ্ঞানের অধিকারীভেদজীর্ণ গুরুমুখী পরম্পরার যাপনকেন্দ্রিক দাবি মিটিয়ে চলা সর্বসাধারণের কর্ম যেমন নয়, কাম্যও নয় হয়তো। আর সে-কারণেই প্রয়োজন এ-ধরনের বই। আপাতত হিন্দুরাষ্ট্রে পরিণত হতে চাওয়া ভূখণ্ডে দাঁড়িয়ে যেমন এই উদ্যোগ তাই হয়ে উঠতে পারে অতিক্রমণ-প্রয়াসী পদসঞ্চার, ভৌগলিক সীমানা অতিক্রান্ত উপমহাদেশীয় বাস্তবতায় তা আবার পর্যবসিত হতে পারে সাধারণ্যে! সেখানে ততক্ষণে হয়তো এমনই রাজ/নৈতিকতার অনুসন্ধান রূপ নিতে শুরু করেছে কোনো এক বিপরীত সূত্র থেকে।

সুদীপ্ত বন্দ্যোপাধ্যায়
অক্টোবর ২০২৪

Scanned with OKEN Scanner

'তৃতীয় পরিসর' সংস্করণ প্রসঙ্গে

'মুসলমান আচার-অনুষ্ঠান-উৎসব' বইটি 'তৃতীয় পরিসর'-এর মতো মেধাবী প্রকাশনা থেকে নতুনভাবে প্রকাশ হওয়া আনন্দের বিষয়। মনে করছি, এই বইটির বিষয়বস্তুর গুরুত্ব আমার পরবর্তী প্রজন্মকে আকর্ষণ করায় 'তৃতীয় পরিসর' আগামীকালের পাঠকের জন্য বইটি প্রকাশে ইচ্ছুক। এই সংস্করণে বইটিতে কিছু কিছু জায়গায় সংযোজন করা হয়েছে আগামীর পাঠকের স্বার্থে। এই বইটির প্রতি আমার দুর্বলতা আসীম; ২০১৫সালে বইটি প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে পাঠকপ্রিয় হয়ে ওঠে; আমার একটা পরিচিতি তৈরি হয়। দুটো প্রথম শ্রেণির খবরের কাগজ ও অন্য পত্রিকায়, সামাজমধ্যমে একাধিকবার বইটি নিয়ে আলোচনা হয়, বহু গুণী পাঠকের টেবিলে বইটি স্থায়ী আসন নিয়েছে মুসলমান সমাজকে বোঝার জন্য। এছাড়া এই বইটির জন্য একটি পত্রিকা এবং ফুরফুরা কেন্দ্রিক একটি সংগঠন সম্মান জানায়। পশ্চিমবঙ্গ মাদ্রাসা বোর্ড, রামমোহন লাইব্রেরি, ত্রিপুরার রামমোহন লাইব্রেরি বইটির অনেক কপিই কেনে।

বহুমাত্রিক মুসলমান সমাজকে জানার কৌতূহল আমাদের কোনোদিনই মিটবে না, আবার এটাও সত্য, হিন্দুদের সঙ্গে পাশাপাশি বাস করা মুসলমান সমাজকে না জানাটাও অক্ষমতা। এই বইটি পড়লে আশা করি গায়ে গায়ে বাস করা পড়শিনগরের প্রতিবেশীকে জানতে পারা যাবে।

নতুন সংস্করণ প্রকাশের ইচ্ছের জন্য সুদীপ্ত বন্দ্যোপাধ্যায়কে অনেক ভালোবাসা জানাই।

হাসির মল্লিক
সেপ্টেম্বর ২০২৪

Scanned with OKEN Scanner

প্রাক্‌কথন

সৃষ্টিকর্তার অমোঘ খেয়ালেই যে 'আদমের জাত প্রকাশিল' তাকে সৎ, সত্যতর, সুন্দরতম করতে তার সমাজে পরম করুণাময়ই তৈরি করে দিয়েছেন তার আচার-অনুষ্ঠান-উৎসব, এমনকি নানা ধরনের আদবকেতা। মুসলমানরা বিশ্বাস করে:

> আল্লাহ-র একেশ্বর তত্ত্ব ও নবির নির্দেশ। হজরত মুহাম্মদকে মান্য করা হয় আল্লাহ-র শেষ বাণীবাহক হিসাবে। আল্লাহরই ইচ্ছায় একদিন এই মরুর দুলাল ইসলাম প্রচারের জয়ধ্বজা ছড়িয়ে দিয়ে মানুষের কাছে হাজির করেছেন আল্লাহর বাণী সংবলিত পবিত্র কোরান, যা অবলম্বন করে ইসলাম ধর্মের মানুষ হয়ে উঠবেন প্রকৃত মুসলমান। এর জন্য স্বয়ং আল্লাহ মানুষদের আচার-আচরণ-অনুষ্ঠান পালনের বিধি নির্ধারণ করেছেন।

সৃষ্টিকর্তার নির্দেশিত বিধিগুলো ধর্মীয় আচার হিসাবে কোরান-হাদিসের সমর্থনে মুসলমান সমাজে পালিত হয়ে আসছে যুগ যুগ ধরে।

মুসলমান আচার-অনুষ্ঠান, এমনকি উৎসবের মূল ভিত্তি ও উদ্ভব—ধর্মীয় বিধান ও বিশ্বাসে। নামাজ, রোজা, হজ, ইদ ও ইদের কুরবানি— এসব কিছু তৈরি হয়েছে ধর্মীয় কারণে। পালিতও হচ্ছে ধর্মীয় বিশ্বাসের নিগূঢ় মান্যতায়। বিশ্বাস ছাড়া এ সমাজের আচার-অনুষ্ঠান-উৎসবের মূল্য নেই। এই বিশ্বাসকে ধর্মের মূল স্তম্ভ হিসাবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। ধর্মীয় বিশ্বাসকে 'ইমান' বলা হয়েছে। 'ইমান' আক্ষরিক অর্থ অতিক্রম করে অনেক বৃহত্তর কথা বলে। সেই বৃহৎত্তর অর্থে ইমান বা বিশ্বাস হল, সৃষ্টিকর্তা ও তাঁর নবিকে বিশ্বাস করা।

এই বিশ্বাসের স্বীকৃতিতেই আচার-অনুষ্ঠান-উৎসবগুলো একজন মুসলমানের জীবনশৈলীর ধারকও। তাঁর আইডেনটিটি। আচার-অনুষ্ঠান-উৎসব পালনের উত্তরাধিকার তাঁকে যে-কোনো ভূখণ্ডে চিহ্নিত করে মুসলমান জাতি ও ইসলাম ধর্মের মানুষ হিসাবে।

Scanned with OKEN Scanner